Prof. Bilash Samanta. SACT. Dept. of History. Narajole Raj College.

==========

জেন্ট্রি সম্প্রদায় সম্পর্কে টীকা লেখ।

ফ্রাঞ্জ সুরম্যাণ এবং অরভিল্লে সেল সম্পাদিত 'Imperial China' গ্রন্থটিতে চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজের কাঠামো নিয়ে আলোচনা থেকে জানা যায়, চিনে ঐতিহ্যবাহী সমাজ চিরাচরিত প্রথা ভিত্তিক ছিল। চীনের সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যায় না। প্রাক আধুনিক চীনের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ জীবনযাত্রা এই সমাজের প্রধান অঙ্গ ছিল। চীনের অধিকাংশ জনগণ গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করত। Harold M.Vinack তার 'A History of the Far East in Modern Times ' গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। চীনের 80% জনগণই ছিল গ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি চীনের সমাজের কতকগুলি সামাজিক স্তরবিন্যাস করেছিলেন। এই সামাজিক শ্রেণি গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল জেন্ট্রি শ্রেণি। চীনের সমাজব্যবস্থায় সমস্ত শ্রেনীর ঊর্ধ্বে ছিলেন বিদ্বৎ শ্রেণি। এই শ্রেণীর মধ্য থেকেই রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হতো। পণ্ডিত রাজকর্মচারীদের মধ্যে যে জেন্ট্রি শ্রেণীও উল্লেখযোগ্য ছিল। জাঁ শেনো মন্তব্য করেছেন, জেন্ট্রিরা প্রকৃতপক্ষে চীনের শাসক সম্প্রদায় ছিল। জ্ঞান, ক্ষমতা ও জমির দ্বারা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল'।

জেন্ট্রি শ্রেণি হলো সরকারি কর্মচারী ও কৃষকদের মধ্যে যোগসূত্র। জটিল ও শতকে এদেরসংখ্যা হল 1.1 মিলিয়ন, বিশ শতকে 1.5 মিলিয়ন। এরা ছিল সমাজের নেতা, সমাজব্যবস্থা,লি ধর্ম ও নৈতিকতা' রক্ষার দায়িত্ব ছিল এদের হাতে। ইউরোপের সামন্তশ্রনীর সঙ্গে এদের মিল নেই। যদিও এরা ভূমির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ইউরোপের মত চীনে স্তর-বিন্যস্ত ভূমি ব্যবস্থা ছিল না, ভূমিদাস ছিল না, কৃষকের অধিকার ছিল, স্বাধীনতা ও ছিল। ইংল্যান্ডের জেন্ট্রির সঙ্গেও তারা তুলনীয় নয়, কারণ প্রাক আধুনিক চীনে শিল্প বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর বিকাশ ঘটেনি। রাজকর্মচারীদের হিসেবে তারা কিছু ভূমির অধিকার পেত যদিও বেশির ভাগ জেন্ট্রি পরিবারের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। মাঞ্চু সরকারের সব মিলিয়ে 40,000 উচ্চ পদ ছিল, এর একাংশ ছিল জেন্ট্রিদের অধিকারে।

জেন্টস দের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা ছিল ভিন্ন ধরনের, সাধারণের সঙ্গে মিল ছিল না। কনফুসীয় মন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত, সাধারণ মানুষ ও সরকারি কর্মচারীরা তাদের শ্রদ্ধা করত। কোন ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বিচার করতে পারত না। স্থানীয় শাসন এর ক্ষেত্রে তারা ম্যাজিস্ট্রেট এর সঙ্গে সহযোগিতা করত, জনহিতকর কার্যাবলীর তদারকির ভারছিল জেন্ট্রির উপর। জল পরিষ্কার করা, বাঁধ দেওয়া, সেতু নির্মাণ ও জলসেচের তদারকি করত গ্রামীণ ভূস্বামী জেন্ট্রিরা। গ্রামের মন্দির, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সঙ্গেও এরা যুক্ত হত। দুর্ভিক্ষের সময় ত্রান বিতরনের দায়িত্ব ছিল তাদের। স্থানীয় বিরোধের নিষ্পত্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের পালন করতে হত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জ্যা শেনো মনে করেন, জেন্ট্রি হলো চীনের আসল শাসকশ্রেণী। তারা তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন- ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও ভূমি। এরা কনফুসীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি পদ ও জমি পেতে। সকলে অবশ্য এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত না।

****

ভূস্বামীরা সকলে শিক্ষিত হতেন তা নয়, অনেকে ছিল অল্প শিক্ষিত, আবার অনেকে হত ছোটখাটো জমিরর মালিক। কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গে যুগ যুগ ধরে সামাজিক সম্মান জড়িয়েছিল। কিছু কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করত। এদের একটি বিশেষ ধরনের ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। এরা কালো রং এর এক ধরনের বিশেষ পোশাক পরতে পারত, যা অন্যরা পরতে পারত না। এদের ঘোড়াগুলি ও থাকত সুসজ্জিত এবং ভাল জাতের, সাধারণ মানুষ বা সম্পন্ন কৃষক এধরনের ঘোড়া রাখতে পারতো না। এরা বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে তাতে বাস করত। জীবনযাত্রা ছিল উন্নতমানের। এসব কারণে এরা বিশিষ্ট অভিজাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

চীনের গ্রামীণ কৃষিতে জল সেচের ব্যবস্থা জেন্ট্রি শ্রেণীর উদ্যোগে গঠিত ও প্রসারিত হয়েছিল। রাজকর্মচারী জেন্ট্রিদের সঙ্গে ভূস্বামীদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল তা সঠিক বলা যায় না। অলিখিত গ্রামীণ শাসক এই জেন্ট্রি শ্রেণি দুঃসময়ে গ্রামের প্রতিরক্ষারও দায়িত্ব নিত। গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলত এবং এদের নিয়ে শান্তি বিঘ্নকারীদের বাধা দিত। জেন্ট্রি শ্রেণীর একাংশ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করতো। এজন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয়দের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটত না। এদের শ্রেণীস্বার্থ ছিল এক। ব্যতিক্রমী ঘটনা যে একেবারেই ঘটতো না তা নয়, তবে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় শ্রেণীস্বার্থ ভুলে স্থানীয় মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিত।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) জেন্ট্রি কাদের বলে ?
2) সমাজে এদের দায়িত্ব কি ছিল ?
3) সাধারণ মানুষের থেকে এদের পার্থক্য কোথায় ?
4) এরা সমাজে কোন কোন জিনিসের অধিকারী ছিলেন ?
5) উনিশ শতকে এদের সংখ্যা কি রুপ ছিল ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--

1) আধুনিক পূর্ব এশিয়া চীন ও জাপান(১৮০০-১৯৫০) -- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।
2) আধুনিক যুগের চীন ও জাপান -- জয়ন্ত বৈদ্য।